সংখ্যালঘু কৃতী পড়ুয়াদের বৃত্তি দেবে ওয়াকফ বোর্ড

কালিয়াচক, ২৪ নভেম্বর : ইমাম ও মোয়াজ্জিনের পরিবারের ছেলেমেয়েদের এবার বৃত্তি প্রদান করবে রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড। সম্প্রতি এক বিবৃতি জারি করে এমন কথা ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়,সংখ্যালঘু পরিবারের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরও বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেসমস্ত ছাত্রছাত্রীরা কলকাতায় পড়াশোনা করতে যান, তাঁদের থাকার জন্য নির্মিত হস্টেল থেকে আবেদনপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল গনি।

বিগত কয়েক বছর ধরেই আবদুল গনি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে সুজাপুর বিধানসভার প্রার্থী হওয়ায় চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। ভোটপর্ব মিটে যাওয়ার পরে রাজ্য সরকার আবার তাঁকে ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে ফিরিয়ে আনে। সম্প্রতি ওয়াকফ বোর্ডের তরফে তিনি ঘোষণা করেন, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, হাই মাদ্রাসা ও আলিম ফাজিল উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের বৃত্তি দেবে ওয়াকফ বোর্ড। বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের পরিবারের ছেলেমেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তাদের প্রাপ্ত নম্বরের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। ৬৫ শতাংশ নম্বর থাকলেই ইমাম-মোয়াজ্জিনদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারবেন। অপরদিকে মাধ্যমিক হাই মাদ্রাসার আলিম ফাজিল উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ৮৫ শতাংশ নম্বর থাকলে এই সুবিধা পাবেন।

ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল গনি বলেন, 'উচ্চশিক্ষায় সহায়তার জন্য কয়েক বছর ধরেই ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া শুরু হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও ৭০ লক্ষ টাকা ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, উচ্চশিক্ষার জন্য গ্রামগঞ্জ থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী কলকাতায় আসেন। তাঁদের থাকার জন্য দুটি গার্লস ও দুটি বয়েজ হস্টেল রয়েছে। সেই হস্টেলগুলিতেও আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা খুব শীঘ্রই যেন ওয়াকফ বোর্ডে এসে যোগাযোগ করেন।'

সভাপতির পদত্যাগ গৃহীত

ফরাক্কা, ২৪ নভেম্বর : ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আঞ্জুমারা খাতুনের পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। বুধবার দুপুরে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শিঞ্জন শেখর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন বলে ফরাক্কার বিডিও জুনাইদ আহমেদ জানিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী সাতদিনের মধ্যে নতুন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচনের দিন ঘোষণা করবেন মহকুমা শাসক।

শনিবার জঙ্গিপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি ও সাংসদ খলিলুর রহমান, সহসভাপতি মহম্মদ সোহরাব, বিধায়ক মণিরুল ইসলাম ও প্রাক্তন বিধায়ক মইনুল হকের উপস্থিতিতে ইমেল মারফত পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়। ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আঞ্জুমারা খাতুন ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মালতী মণ্ডল ঘোষ দলের নির্দেশ মেনে পদত্যাগ করেন। এদিকে পঞ্চায়েত সভাপতির পদত্যাগপত্র গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নতুন সভাপতি নিয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। এখন দেখার, ২৪ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের মধ্যে কার কপালে জোটে সমিতির কুর্সি। সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

আন্দোলনে ছাত্র-যুবরা

হেমতাবাদ, ২৪ নভেম্বর : এসএসসিতে শিক্ষক ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে বুধবার হেমতাবাদে বিক্ষোভ দেখাল এসএফআই। এদিন হেমতাবাদে সিপিএমের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন ছাত্র-যুবরা।

এসএফআইয়ের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য হান্নান মোল্লা চৌধুরী বলেন,'এসএসসিতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের টাকার বিনিময়ে নিয়োগ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের দাবি, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের শাস্তি দেওয়া হোক। যোগ্যদের অবিলম্বে চাকরি দিতে হবে।' শাসকদলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন,'এই সরকারের আমলে যোগ্যদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে আছেন শিক্ষিত বেকাররা।'

হাঁটুজলে নেমে মাছ ধরছেন গ্রামবাসীরা। বুনিয়াদপুরে ছবিটি তুলেছেন অনুপ মণ্ডল।

কুয়াশায় মুড়েছে জাতীয় সড়ক

বালুরঘাট ও পুরাতন মালদা, ২৪ নভেম্বর : ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেল গৌড়বঙ্গ। বুধবার ভোর থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত বালুরঘাট শহরের রাস্তাঘাট, বাজার সব কুয়াশায় মুড়ে ছিল। একই চিত্র ধরা পড়ে মালদা শহরেও। ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় চারদিক। রাস্তাঘাটে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় জাতীয় সড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করতে দেখা যায়। নারায়ণপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় সতর্ক হয়ে গাড়ি চালাতে দেখা যায় চালকদেরও। ঘন কুয়াশার কারণে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও।

বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। দিনেও হেডলাইট জ্বালাতে হয়েছে বাসের। পুরাতন মালদায় ছবিটি তুলেছেন রেজাউল হক।

এদিন সকালে কুয়াশা মোড়া সকালে ঘুম ভাঙে পুরাতন মালদার বাসিন্দাদের। দীপেশ দাস নামে এক অটোচালক জানালেন, 'আজ সকাল থেকেই চারদিকে ঘন কুয়াশা ছিল। শীত যে চলে এসেছে, তাতে কোনও দ্বিমত নেই। কুয়াশার জন্য গাড়ি চালাতেও অসুবিধে হচ্ছে। সামান্য দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। ফলে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে খুব সাবধানে থাকতে হচ্ছে। সকালেও হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও।' নারায়ণপুর এলাকা দিয়ে কুয়াশার মধ্যেই বাইক চালিয়ে শহরে আসছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি বলেন, এবছর প্রথম কুয়াশা পড়ল। সকাল ন'টাতেও চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। খুব ভালো লাগছে। বোঝা যাচ্ছে, শীত চলে এল। শহরাঞ্চলের থেকে গ্রামাঞ্চলে কুয়াশার ঘনত্ব ছিল এদিন অনেক বেশি। এই মরশুমের প্রথম কুয়াশা ঢাকা সকালের আমেজ নিল শহরবাসী। সকালে ঘুরতে বেরিয়ে দোকানে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ঘন কুয়াশা উপভোগ করেন ভ্রমণকারীরা। মরশুমে প্রথম ঘন কুয়াশার আমেজ নিতে সাত সকালে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন আট থেকে আশি সকলেই। নানান অসুবিধা সত্ত্বেও শীতকে স্বাগত জানাচ্ছেন প্রত্যেকেই।

তবে ঠান্ডা পড়তেই সর্দিকাশির প্রকোপ বাড়ছে বালুরঘাটে। এই সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে বলছেন চিকিৎসকরা। শীতের শুরুতেই কুয়াশা ঢাকা ভোরের আমেজ নিতে চান সকলেই। অনেকেই পায়ে হেঁটে কিংবা বাইকে চেপে শহরতলিতে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন। রাস্তার ধারে থাকা ধানের খেতের ওপরে কুয়াশার চাদর দেখে অনেকই দাঁড়িয়ে পড়েন। থানা মোড় এলাকার চা বিক্রেতা পবণ দাস বলেন, প্রতিদিন ভোরের আলো ফুটতেই চায়ের দোকান খুলি। কিন্তু এদিন সকাল পেরিয়ে গেলেও কুয়াশায় ঢেকে ছিল চারদিক। এই প্রথম এমন কুয়াশা পড়ল। এদিন ভোরে অনেক মানুষ হেঁটে ঘুরতে বেরিয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা জমিয়েছিলেন। ফলে বিক্রিবাট্টা ভালোই হয়েছে।

কুয়াশা ঢাকা সকালে হাঁটা পথে অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন শহরের এক নবদম্পতি সনৎ ও প্রিয়া। তাঁরা বলেন, এদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বাইরে দেখি কুয়াশা ঘিরে রয়েছে। তখনই সিদ্ধান্ত নিই ঘুরতে বের হব। পথেই সকালের চা খাব। প্রথমে বাইকে বেরোনোর কথা থাকলেও ঠান্ডা থেকে বাঁচতে হেঁটেই দুজনে বেরিয়েছিলাম।

এদিন দুপুর পর্যন্ত কুয়াশার রেশ বজায় ছিল। যদিও আবহাওয়া পর্যবেক্ষকদের মতে, এখনও কনকনে শীত পড়তে কদিন বাকি রয়েছে। এই কুয়াশা কাটতেই শীতের হাওয়া শুরু হবে। আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সুত্রধর বলেন, আগামী দুই-তিন দিন বালুরঘাট শহরে ঘন কুয়াশা দেখা যাবে। এই কুয়াশা কাটতেই উত্তরের শীতল হাওয়া শহরে প্রবেশ করবে। তারপরেই কনকনে শীতের দেখা পাবে শহরবাসী।

এদিকে শীতের মরশুম শুরু হতেই জ্বর-সর্দিকাশি নিয়ে রোগীদের ভিড় বাড়ছে ডাক্তারের কাছে। ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে শরীরকে সুস্থ রাখতে বিশেষ স্বাস্থ্য নিদান দিয়েছেন বালুরঘাটের চিকিৎসক পলাশ সাহা। তিনি বলেন, 'রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে জিঙ্ক ও খনিজ যুক্ত খাবার খেতে হবে। আদা, হলুদ জাতীয় এন্টি ব্যকটিরিয়াল উপাদান খেতে হবে। শরীরের আর্দ্রতা বজায় রাখতে পর্যাপ্ত জল খেতে হবে। কাশির সঙ্গে লড়তে লবন জল দিয়ে গার্গিল করতে হবে। ভাপও নেওয়া যেতে পারে। উষ্ণ বাতাস সর্দি কমাতে ও ফুসফুস সচল রাখতে সহায়তা করে। এছাড়াও তুলসি পাতা ও লেবু দিয়ে চা বানিয়ে খেতে পারেন। এতেও সর্দিকাশি দূর হবে। শিশুদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তাদের গরম পোশাক অতি প্রয়োজন।'

গাড়ির নথি জোগাড়ে ছুটতে হচ্ছে বালুরঘাটে

আরটিও নেই গঙ্গারামপুরে

সৌরভ রায়

গঙ্গারামপুর, ২৪ নভেম্বর : গঙ্গারামপুর মহকুমায় কোনও সাব-ডিভিশনাল মোটর ভেহিকলস এর অফিস না থাকায় সমস্যায় পড়েছেন গাড়ির মালিকরা। বাইক কিংবা গাড়ির কাগজপত্র করাতে, নথিভুক্ত করাতে দিনের পর দিন বালুরঘাটে ছুটতে হচ্ছে তাঁদের। এতে করে সময় ও অর্থ দুয়েরই অপচয় হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই গঙ্গারামপুরে একটি আরটিও খোলার দাবি তাঁদের দীর্ঘদিনের। গঙ্গারামপুরে মোটর ভেহিকলসের সাব-ডিভিশনাল অফিস খোলার প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে নিয়েছেন হরিরামপুরের বিধায়ক তথা কৃষি বিপণন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রও। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গাড়ি নথিভুক্ত করার জন্য মহকুমার গঙ্গারামপুর, বংশীহারী, হরিরামপুর ও কুশমণ্ডির মানুষদের বালুরঘাট যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। গঙ্গারামপুর মহকুমায় বাইক ও চার চাকার গাড়ি মিলিয়ে কয়েক হাজার গাড়ি রয়েছে। দিনদিন বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। সরকারিভাবে এই সব গাড়ি নথিভুক্ত করতে জেলা সদর বালুরঘাট দৌঁড়াতে কালঘাম ছুটছে গ্রাহকদের। কুশমণ্ডির বিশিষ্ট শিল্পপতি রাজকুমার জ্বালান বলেন, 'গাড়ির কাগজপত্রের কাজ করতে বালুরঘাটে যাওয়া মানে সারাটি দিন নষ্ট হওয়া। যাতায়াতে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। এতে সময় ও অর্থ দুটোই নষ্ট হয়। অবিলম্বে গঙ্গারামপুর মহকুমায় মোটর ভেহিকলসের সাব-ডিভিশনাল অফিস খোলা উচিত।' একই দাবি করেছেন হরিরামপুরের সিপিএমের প্রাক্তন বিধয়ক রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'গঙ্গারামপুরে সাব-ডিভিশনাল মোটর ভেহিকলসের অফিস খোলার দাবি আমাদের দীর্ঘদিনের। এবিষয়ে তৎকালীন পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এতে সমস্যায় পড়ছেন গাড়ির মালিকরা।'

> **বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করব। রাজ্যের বাকি জেলার মতো গঙ্গারামপুর মহকুমায় মোটর ভেহিকলসের সাব-ডিভিশনাল অফিস হলে এলাকাবাসীর সুবিধা হবে।**
>
> –বিপ্লব মিত্র
> কৃষি বিপণন মন্ত্রী

পঞ্চায়েত কিংবা লোকসভা নির্বাচনের আগে বালুরঘাট থেকে মোটর ভেহিকলস আধিকারিকরা গঙ্গারামপুরে এসে পৃথকভাবে কাজ করেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে একইভাবে বালুরঘাট থেকে আরটিও আধিকারিকরা গঙ্গারামপুর মহকুমার জন্য পৃথক দপ্তর খুলেছিলেন। কিন্তু গাড়ির পুনর্নবীকরণ কিংবা অন্য যে-কোনও কাজ একদিনে কোনওভাবেই শেষ হয় না। ফলে সমস্যা থেকেই যায়। তাই সব দিক বিচার করে গঙ্গারামপুরে আরটিও খোলার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছেন হরিরামপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করব। রাজ্যের বাকি জেলাগুলির মতো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমায় মোটর ভেহিকলসের সাব ডিভিশনাল অফিস হলে এলাকাবাসীর সুবিধা হবে।'

বিক্ষোভ মিছিল

জঙ্গিপুর, ২৪ নভেম্বর : রাজ্য তৃণমূলের যুব সভানেত্রী সায়নি ঘোষকে ত্রিপুরায় গ্রেপ্তারে প্রতিবাদে রঘুনাথগঞ্জে প্রতিবাদ মিছিল করল জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল। নেতৃত্ব দেন যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি হাবিব পারভেজ। জঙ্গিপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়। শেষ হয় জোতকমলে। মিছিলে হাঁটেন শতাধিক যুব তৃণমূল কর্মী-সমর্থক।

মিছিল শেষে একটি সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব সভাপতি হাবিব পারভেজ বলেন,' ত্রিপুরায় তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে বিজেপি। তাই কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। সেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন। শীঘ্রই ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের পতন ঘটবে। তৃণমূলের হাত ধরে ত্রিপুরায় সরকারের পরিবর্তন শুধু সময়ের অপেক্ষা।'

অসুস্থ বিধায়ক

কালিয়াগঞ্জ, ২৪ নভেম্বর : গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলকাতায় হাসপাতালে ভর্তি হলেন কালিয়াগঞ্জের বিধায়ক সৌমেন রায়। বুধবার বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক চলাকালীন হঠাৎ বুকে তীব্র যন্ত্রনা ও শ্বাসকষ্ট অনুভব করেন সৌমেনবাবু। বিধানসভার অ্যাম্বুল্যান্সে করে বিধায়ককে তৎক্ষনাৎ এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়। তাঁর ইসিজি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

প্রধান শিক্ষকের সই জাল করার অভিযোগ

হস্টেলের ১৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে উধাও শিক্ষক

মহঃ আশরাফুল হক

গোয়ালপোখর, ২৪ নভেম্বর : প্রধান শিক্ষকের সই জাল করে ছাত্রীদের হস্টেলের জন্য বরাদ্দ প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক সহকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে। গোয়ালপোখর থানার সোলপাড়া হাইস্কুলের এই ঘটনা সামনে আসতেই এলাকাজুড়ে শোরগোল পড়েছে। অভিযুক্ত সহশিক্ষক সুদীপ্ত গুহর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রধান শিক্ষক সত্যসুন্দর রায়। তবে বিষয়টি নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ঘটনার পর থেকেই অবশ্য সন্ধান মিলছে না অভিযুক্ত শিক্ষক সুদীপ্ত গুহর। ইসলাম জেলা পুলিশ সুপার শচীন মক্কর জানান,'সোলপাড়া স্কুলের তরফে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

সোলপাড়া হাইস্কুলের সংলগ্ন এলাকায় ২০০৮ সালে কস্তুরবা গান্ধি বালিকা ছাত্রী আবাস তৈরি করা হয়েছিল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত দুঃস্থ ছাত্রীরা সেই আবাসনে থেকে পড়াশোনা করত। হস্টেলে থেকে ছাত্রীদের পড়াশোনার কাজ ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু করোনা আবহের পর সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। ছাত্রীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে হস্টেল বন্ধ করে দেওয়া হয়। দু'বছর পর স্কুল খুললে হস্টেলের উন্নয়নের বরাদ্দ অর্থ তছরুপের ঘটনাটি নজরে আসে স্কুল কর্তৃপক্ষের। সাহাপুর শাখার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে হস্টেলের ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার প্রধান শিক্ষকের সই জাল করে তুলে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে সহকারী শিক্ষক সুদীপ্ত গুহর বিরুদ্ধে। প্রধান শিক্ষক ওই অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে গোয়ালপোখর থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত সহকারী শিক্ষক সুদীপ্ত গুহ সোলপাড়া হাইস্কুলের গণিত বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। বর্ধমান জেলার বাসিন্দা হলেও চাকরি করার সুবাদে তিনি গোয়ালপোখর এলাকায় বাড়িভাড়া নিয়ে থাকতেন। ঘটনার পর অবশ্য তিনি এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

স্কুলের শিক্ষকদের একাংশের দাবি,'প্রধান শিক্ষক সত্যসুন্দর রায় অভিযুক্ত শিক্ষক সুদীপ্ত গুহকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করতেন। তাঁকে দিয়ে তিনি স্কুলের যাবতীয় কাজ করাতেন। স্কুলের বিভিন্ন খরচের চেকবই, পাসবই, চেক ইস্যু, চেক রেজিস্টার সব কিছুরই কাজ তিনি করতেন। লকডাউনে স্কুলের সংলগ্ন এলাকায় ওই শিক্ষক থাকতেন। সেই বিশ্বাস কাজে লাগিয়ে তিনি গরিব ছাত্রীদের টাকা লুঠ করেছেন। অবিলম্বে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

মহঃ মুসলেউদ্দিন নামে এক অভিভাবক বলেন,' সহকারী শিক্ষক সুদীপ্ত গুহের চালচলন দেখে মনে হত প্রধান শিক্ষক। তাঁর কথাতেই স্কুলের যাবতীয় কাজকর্ম চলত। এর দায়ভার প্রধান শিক্ষকও এড়াতে পারেন না।'

স্বপন সরকার নামে আরেক অভিভাবকের বক্তব্য,'প্রধান শিক্ষকের দুর্বলতার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষক সুদীপ্ত গুহর পাশাপাশি প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা উচিত প্রশাসনের। ছেলেমেয়েদের কোনও সমস্যা নিয়ে স্কুলে গেলে প্রধান শিক্ষক কোনও কাজ করতেন না। সুদীপ্ত গুহর কাছে তিনি পাঠিয়ে দিতেন। তার জন্য অভিভাবকদের হয়রানির শেষ থাকত না।'

এদিকে গোয়ালপোখর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ তদন্ত নামে। কিন্তু অভিযুক্ত শিক্ষক সুদীপ্ত গুহ যে ভাড়াবাড়িতে এতদিন ছিলেন, সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি। পুলিশ তাঁর মোবাইলের লোকেশন নিয়ে তল্লাশি অভিযান করছে।

গোয়ালপোখর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইন্দ্রজিৎ দাস ফোন ধরলেও কোনও কথা বলতে চাননি। শুধু তাই নয়, উত্তর দিনাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শক নিতাইচন্দ্র দাসকেও অনেকবার ফোন করা হলে তিনিও ফোন ধরেননি।

সোলপাড়া হাইস্কুলের হস্টেল। – সংবাদচিত্র

সেরার মুকুট মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালের

আজাদ

মানিকচক, ২৪ নভেম্বর : চিকিৎসা পরিষেবায় জেলায় সেরার মুকুট ছিনিয়ে নিল মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এই হাসপাতালটি। পাশাপাশি সারা রাজ্যে ২৪ তম স্থান পেয়ে নজর কেড়েছে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল। বিভিন্ন সুপারস্পেশালিটি, মহকুমা ও সদর হাসপাতালকে পেছনে ফেলে সেরার শিরোনামে হাসপাতালের নাম ওঠে আসায় খুশির হাওয়া ব্লকজুড়ে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সেপ্টেম্বর মাসে সুশ্রী কায়াকল্প অ্যাওয়ার্ড আয়োজিত হয়। এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য রাজ্যের ৩৩৮টি জেলা সদর হাসপাতাল, সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল, মহকুমা সদর হাসপাতাল ও গ্রামীণ হাসপাতালের নাম নমিনেটেড হয়। এরমধ্যে ৯২.৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ২৪ তম , জেলায় প্রথম এবং উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতাল। মূলত হাসপাতালের রোগী পরিষেবা, পরিষ্কার-পরিছন্নতা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ব্যবহার, রোগীর জন্য বরাদ্দ খাদ্যের গুণমান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলেও ৭৭ তম স্থান দখল করেছে মালদার বাঙ্গীটোলা গ্রামীণ হাসপাতাল ও ৭৮ তম গাজোল গ্রামীণ হাসপাতাল । এছাড়া জেলার মধ্যে ১২ নম্বরে মিলকি গ্রামীণ হাসপাতাল, ২০২ নম্বরে স্থান পেয়েছে চাঁচল মহকুমা সদর হাসপাতাল। রাজ্য তালিকায় এই সাফল্যে বেজায় খুশি মানিকচক ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

বিএমওএইচ হেম নারায়ণ ঝা বলেন, 'এই সম্মান আমাদের কাজ করার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিল । এই সাফল্য চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সকলের মিলিত প্রয়াসের ফল। আমি মানিকচক ব্লকের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

রোগীকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন এক নার্স। –সংবাদচিত্র

শিয়ালের হানা ঠেকাতে ভরসা কালু, ভুলু

সৌরভকুমার মিশ্র ● হরিশ্চন্দ্রপুর

২৪ নভেম্বর : ক্রমশ বাড়ছে শীত। আর সেই সঙ্গে সন্ধ্যা নামতেই হরিশ্চন্দ্রপুরের গ্রামাঞ্চলে বেড়েই চলেছে শিয়ালের উপদ্রব। তবে শিয়ালদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে গ্রামের লোকেদের এখন ভরসা জোগাচ্ছে পাড়ার কালু, ভুলু, লালুরা। দেশি বা নেড়ি কুকুর বলেই এলাকায় পরিচিত এরা। কৃষকরা মাঠে যেতেও এই নেড়ি কুকুরদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। রাতে গন্ধ পেয়ে শিয়ালের পালের হানার আগাম জানান দিচ্ছে কালু, ভুলুরা।

ইতিমধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুরের বেশ কয়েকটি গ্রামে দলবেঁধে শিয়ালের আক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। একসঙ্গে জখম হয়েছেন বহু মানুষ। এরপরেই সতর্ক হয়ে সন্ধ্যার পর এলাকায় টহলদারি বাড়িয়েছে বন দপ্তর। শিয়াল ধরতে খাঁচাও পাতা হয়েছে। যদিও বন দপ্তরের খাঁচায় এখনও পর্যন্ত কোনও শিয়াল ধরা পড়েনি বলে জানা গিয়েছে। তবু চলছে সতর্ক পাহারা।

হরদমনগর এলাকার কৃষক প্রকাশ দাস জানান, 'এই মাসের শুরুতে একদিন ভোররাতে গ্রামে শিয়ালের পাল হামলা চালায়। ৫০ জন গ্রামবাসী আহত হয়েছিলেন হামলায়। এর মধ্যে অনেকেই গুরুতরভাবে জখম হন। এখনও আমরা ভয়ে ভয়ে আছি। রাত পাহারা চলছে পালা করে। বন দপ্তরের লোকেরাও পাহারা দিচ্ছেন। তবে এর সঙ্গে আমরা এলাকার নেড়ি কুকুরদের ওপর ভরসা রাখছি। গ্রামের অনেকেই দেশি কুকুর বাড়িতে রাখছেন। শিয়ালদের আগমনের খবরে এরাই আগে আমাদেরকে জানান দিচ্ছে। এর ফলে আগাম সতর্ক হওয়া যাচ্ছে।'

> **রাতপাহারা চলছে পালা করে। বন দপ্তরের লোকেরাও পাহারা দিচ্ছেন। তবে এর সঙ্গে আমরা এলাকার দেশি কুকুরদের ওপর ভরসা রাখছি। শিয়াল আসার খবর এরাই আগে আমাদের জানান দিচ্ছে। ফলে সতর্ক হওয়া যাচ্ছে।**
>
> –প্রকাশ দাস হরদমনগরের বাসিন্দা

গ্রামের অপর কৃষক বাসুদেব দাস জানান, 'গ্রামেগঞ্জে অনেকের বাড়িতে হাঁস-মুরগি-ছাগল আছে। সাধারণত মাংসের লোভেই সন্ধ্যার পর থেকে শিয়ালদের আনাগোনা বেড়ে যায় গ্রামে। বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণের ঘটনা ঘটছে অনেক। অনেক গ্রামবাসী আহত হয়েছেন। ধানের খেতগুলির মাঝে শিয়ালদের আস্থানা। সেখানে যেতেও কৃষকরা ভয় পাচ্ছেন। এই শিয়ালদের আক্রমণ আগাম জানান দিতে বাড়িতে এখন অনেকেই কুকুর রাখছেন। রাস্তার কুকুরদের ওপর আমাদের ভরসা রাখতে হচ্ছে শুধুমাত্র শিয়ালের আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকার জন্য। অনেক ক্ষেত্রে এই কুকুরদের কারণে এলাকায় শিয়াল ঢুকতে ভয় পাচ্ছে। আবার শিয়ালের গন্ধ পেলে পাড়ার কালু, ভুলুরাই গ্রামবাসীদের আগাম সজাগ করছে।'

করিয়ালি ফরেস্টের রেঞ্জ অফিসার সুদর্শন সরকার জানান, 'মালদা জেলার বিভিন্ন এলাকায় সোনালি শিয়ালের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। শিয়ালের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বেড়েছে। আমরা উপদ্রুত এলাকায় শিয়াল ধরার জন্য খাঁচা পেতেছি। তাছাড়া বন দপ্তর থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকায় টহলদারি চালানো হচ্ছে। খাবারের খোঁজে এরা লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। আমরা সতর্ক রয়েছি।'

দুর্নীতির অভিযোগে বিডিওর দ্বারস্থ সিপিএম

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ নভেম্বর : এবার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের একাধিক পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিডিওর দ্বারস্থ হলেন এলাকার সিপিএম নেতৃত্ব। হরিশ্চন্দ্রপুরের সিপিএম নেতারা এদিন বিডিওর হাতে দাবিপত্র তুলে দেন। এদিনের কর্মসূচিতে তুলে ধরা দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বন্যাত্রাণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, আবাস যোজনার দুর্নীতির তদন্ত করা প্রভৃতি। ব্লক পর্যায়ে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে জেলাজুড়ে আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন সিপিএম নেতৃত্ব।

সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌস বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকে দুর্নীতির শেষ নেই। বরই, কুশিদার পর আজ মহেন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধেও আজ বিডিওর কাছে অভিযোগ জানানো হল। তিনটি বুথের মোট ৩৫ জন উপভোক্তাকে ৪২ লক্ষ টাকা না দিয়ে ভুয়ো উপভোক্তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। ১০০ দিনের কাজে ভুরিভুরি অভিযোগ হয়েছে। আমরা সঠিক বিচার চাইছি। সঠিক বিচার না পেলে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হব।' এপ্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ বসু জানান,'অভিযোগ পেয়েছি। আমরা সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেব।'